ভোরের কাগজ

তারিখ 29 JAN 2006
পৃষ্ঠা 12 কলাম

নকল ধরায় সিদ্ধেশ্বরী কলেজে শিক্ষককে অধ্যক্ষের ক্যাডারদের মারধর

সাধারণ ছাত্রদের অবরোধ ও ভাঙচুর

কাগজ প্রতিবেদক : রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের জামাত সমর্থক অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলামের অপসারণ ও বাংলা বিভাগের শিক্ষক আব্দুর রশিদ ভুঁইয়ার ওপর বহিরাগতদের হামলার বিচারের দাবিতে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ভাঙচুর করেছে। তারা অধ্যক্ষকে সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর পৌনে ২টা পর্যন্ত তার কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গতকাল শনিবার এই ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কলেজের সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অধ্যক্ষের অনুগত বহিরাগত সন্ত্রাসীরা কলেজের শিক্ষক আব্দুর রশিদকে মারধর করায় অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যেও চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মারধরের ঘটনার ব্যাপারে লাঞ্ছিত শিক্ষক আবদুর রশিদ থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ তার মামলা নেয়নি।

কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকরা জানান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিকম পরীক্ষায় হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজের ছাত্রদের সিট পড়ে সিদ্ধেশ্বরী কলেজে। গত বৃহস্পতিবার পরীক্ষা চলাকালে কর্তব্যরত শিক্ষক মোঃ আবদুর রশীদ ভুঁইয়া অসদুপায় অবলম্বনের সময় হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজের ছাত্র আতিকুর রহমান (রোল ৪২৫৪০১) ও নুরুল আলম মিয়াকে (রোল ৪২৫৪০২) হাতেনাতে ধরে ফেলেন এবং তাদের খাতা জব্দ

গাম ৫

নকল ধরায় সিদ্ধেশ্বরী কলেজে শিক্ষককে

● শেষের পাতার পর

কলেজের ছাত্র নামধারী কলেজ অধ্যক্ষের ক্যাডার হিসেবে পরিচিত বাপ্পী, ইকবাল ও শাহজাহান আরো ৬/৭ জন সন্ত্রাসীকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা শেষে তৃতীয় তলায় ওঠে। তারা শিক্ষক আবদুর রশীদকে কিল, ঘুষি, চড়, লাথি মারতে মারতে টেনেহিঁচড়ে নিচে নিয়ে আসে। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা আব্দুর রশীদের গলাটিপে ধরে এবং অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়।

পুলিশ সূত্র জানায়, গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় ছাত্ররা কলেজে এসে এ ঘটনা শুনতে পেয়ে অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলামের অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। এ সময় বাপ্পী, ইকবাল, শাহজাহানসহ প্রিন্সিপালের অনুগত ৪ ক্যাডারও কলেজে আসে। সাধারণ ছাত্ররা তখন তাদেরকে আটক করে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে বেধড়ক পিটিয়ে ছেড়ে দেয়। এরপর ছাত্ররা অধ্যক্ষকে তার অফিস কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা কলেজের একটি নোটিশ বোর্ড, অধ্যক্ষের নামফলক ও কয়েকটি জানালার কাচ ভাঙচুর করে। তারা অধ্যক্ষের কক্ষের দরজার এলোপাতাড়ি লাথি ও অধ্যক্ষের উদ্দেশে গালাগালি করতে থাকে। এই ঘটনায় খবর পেয়ে রমনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা অধ্যক্ষকে দুর্নীতিবাজ ও বহিরাগত ক্যাডারদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আখ্যায়িত করে তার অপসারণ দাবি করে।

কলেজের একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করেছেন, কলেজের অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম দুর্নীতিবাজ। তিনি বহিরাগত ক্যাডার পোষেন। তার পোষা ক্যাডাররা নকল ধরার কারণে কলেজের একজন শিক্ষককে মারধর করার পরেও অধ্যক্ষ তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি। এমনকি আহত শিক্ষকের কোনো খোঁজখবরও নেননি।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর কামরুল আহসান চৌধুরী সিদ্ধেশ্বরী কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি। কলেজের অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম তার নিকটাত্মীয়। তারা দুজনেই জামাতপন্থী। কামরুল আহসান চৌধুরী প্রভাব খাটিয়ে রফিকুল ইসলামকে কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেন। ২০০৪ সালে ৩০ মে তিনি কলেজে যোগদান করেন। এর আগে তিনি দোহারের জয়পাড়া কলেজে শিক্ষকতা করতেন। সিদ্ধেশ্বরী কলেজে যোগদানের পর থেকে কলেজে বিভিন্ন ধরনের অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির আশ্রয় নেন অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম। এ কারণে তার বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর থেকে ২ বার তদন্ত হয়েছে।

সূত্র আরো জানায়, অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম গভর্নিং বডিকে পাশ কাটিয়ে কলেজে ৩টি নতুন বিভাগ খুলেছেন। বিধিবহির্ভূতভাবে ১২ জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন। নিয়োগকৃত সবাই তার দলীয় লোক। অনার্সের ছাত্রদের কাছ থেকে ভর্তির সময় তিনি অনেক টাকা নিয়েছেন বেআইনিভাবে। কিছুদিন আগে তিনি গভর্নিং বডিকে পাশ কাটিয়ে বিধিবহির্ভূতভাবে কলেজে উপাধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। অধ্যক্ষ রফিকের কারণে কলেজটি এখন ধ্বংসের সম্মুখীন।

ঐ সূত্রগুলো বলেছে, গভর্নিং বডির সভাপতি কামরুল আহসানও কখনো কলেজে আসেন না। কোনো মিটিং করেন না। তিনিও দুর্নীতির ভাগ পান। ৬ মাস আগে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সবকিছু জানিয়ে অভিযোগ দাখিল করেছেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাতপন্থী শিক্ষক কামরুল আহসান চৌধুরীর আত্মীয় বিধায় অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। কলেজের প্রায় ৫০ লাখ টাকা তিনি আত্মসাৎ করেছেন বলে ঐ সূত্র অভিযোগ করেছে।

সূত্র আরো জানায়, একনিষ্ঠ জামাত সমর্থক অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম শিক্ষা জীবনে ২টি তৃতীয় শ্রেণীর অধিকারী। এ ছাড়া অধ্যক্ষ হতে হলে ১৫ বছরের শিক্ষকতা ও ৫ বছরের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। এসবের কোনোটাই তার নেই। অধ্যক্ষ রফিকের ইন্ধনে কলেজ ক্যাম্পাসে বহিরাগত ক্যাডাররা মাদক বিক্রি করে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সময় কিছু ছাত্রের কাছ থেকে ১১ হাজার ৮৫০ টাকা হারে ফি আদায় করা হলেও ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া হয় ৮ হাজার ৮৫০ টাকা হারে। আবার কিছু ছাত্রের কাছ থেকে ১৪ হাজার টাকা আদায় করা হলেও ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে ১১ হাজার ৮৫০ টাকা। কলেজের বিভিন্ন বিভাগের টাকা আত্মসাৎ, বই কেনার নামে টাকা আত্মসাৎ, রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোসহ বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া গেছে অধ্যক্ষ রফিকুলের বিরুদ্ধে।

এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম ভোরের কাগজকে বলেন, তিনি কোনো দুর্নীতির আশ্রয় নেননি। তিনি পদত্যাগও করবেন না। গভর্নিং বডি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। কলেজের শিক্ষক আবদুর রশীদকে বহিরাগত লোকজনের মারধরের বিষয়টি তার ভালোভাবে জানা নাই। পরীক্ষার সময় সামান্য একটু ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, ছাত্ররা উত্তেজিত হলেও সাধারণ শিক্ষকরা তাদের থামাতে চেষ্টা করেননি।

তিনি আরো বলেন, কলেজ ছাত্র সংসদের কারণে কোনো কোনো ছাত্রের কাছ থেকে কম টাকা নেওয়া হয়েছে।